বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-এপ্রিল। সাল-২০২৬

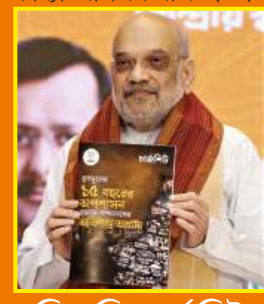

বিজেপির চার্জশিট

কোচবিহারের জনসভা থেকে আবারও মোদীর হুঙ্কার

এক এক করে হিসাব হবে

রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে
বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

বঙ্গ
কমলবার্তা
এপ্রিল সংখ্যা। ২০২৬

ব্রিগেডের পর কোচবিহারেও জনজোয়ার আবারও মোদীর হুঙ্কার- এক এক করে হিসাব হবে ৪
জয়ন্ত গুহ

তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট ৬

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সংগঠনকে 'মা'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন নরেন্দ্র মোদী ১৪

সাক্ষাৎকার ১৬
অমিতাভ চক্রবর্তী

সাক্ষাৎকার ১৭
শশী অগ্নিহোত্রী

ছবিতে খবর ১৮

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বা ভোটের অঙ্ক নয় সবার সঙ্গে, সবার বিকাশেই বাংলার ভবিষ্যৎ ২৪
গৌতম ঘোষ

ছাব্বিশের নির্বাচন বাংলার অর্থনীতির এক নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণ হয় পুনর্জাগরণ না হলে ধ্বংসাবশেষ ২৬
সোমনাথ গোস্বামী

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

একদিন না একদিন চলে যেতে হয়। সবাইকেই চলে যেতে হবে। তা সে সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা লালু প্রসাদ বা মমতা ব্যানার্জি এবং ক্ষমতার অহঙ্কারে মদমত্ত তাদের দুঃসহ দাপট-দুর্নীতি-লোভ আর তাসের প্রাসাদের মত সাজিয়ে তোলা তাদের মিথ্যার রাজ্যপাট, কোনকিছুই চিরদিন থাকেনা। চলে যায় যাওয়ার সময় হলে।

চলে যাওয়া মেনে নিতে হয়। মনে মনে মেনে নিতে হয়- চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়- বিচ্ছেদ নয়/ চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন-করা আর্দ্র রজনী/ চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না-থাকা জুড়ে···/ মানতে পারলে চলে যাওয়া গরিমার হয়। সম্মানের হয়। না মানতে পারলে বাঘিনীর হুঙ্কারও আর্তনাদের মত শোনায়।

জীবনের চরম সত্য মেনে নিতে না পারার আর্তনাদ। আর্তনাদে আছড়ে পড়ে অসহায় আস্ফালন। বেলাগাম হুমকি আর অনর্গল উস্কানির আগুন তখন আর আমার রাজ্য-আমার দেশ-আমার বোধ-বিশ্বাসে আগুন লাগাতে পারেনা। শয়তানের আগুন তখন বৃত্তাকারে ঘিরে ধরে শয়তানকেই। আগুন তখন চিতার আগুন। নির্বিকার সাধকের মত সেই চিতার আগুনে আরও প্রকট হয় চলে যাওয়া।

যাওয়ার সময় হলে চলে যেতে হয়। যেমনটা চলে যাচ্ছে ঘাস-ফুল-তৃণ মূল, তাদের রানিমা, তাদের অহঙ্কার, প্রতিপত্তি···সব। সব চলে যাচ্ছে। চলে গেছে। গর্জন-গলাবাজি এখনও আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন প্রবল জ্বলে ওঠে। জ্বলে ওঠে চলে যাওয়ার অসহায় হাহাকারে।

বিদায়ের সেহনাই বাজে
নিয়ে যাবার পালকি এসে দাঁড়ায় দুয়ারে···

রানিমা। শুনছেন আপনি! যাওয়ার যে সময় হল। ঘন্টা বাজছে দূরে। এবার যে যেতে হবে। চলে যেতে হবে।

এগিয়ে আসছে ঝড়। প্রলয়ঙ্করী এক গেরুয়া ঝড়। ভয়ঙ্কর সেই কালভৈরব ঝড়ের শেষে আবারও শুদ্ধ হবে বাংলার নদ-নদী-ভাঁটফুল হিজল-তমাল। শুদ্ধ হয়ে উঠবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তেজস্বী বাংলা। যে বাংলা ভারতের কথা বলে-ভাবে-পথ দেখায় নবজাগরণের। সবার সঙ্গে সবার বিকাশের পথে।

ব্রিগেডের পর কোচবিহারেও জনজোয়ার

আবারও মোদীর হুঙ্কার- এক এক করে হিসাব হবে

জয়ন্ত গুহ

কুচবিহারে রাসমেলার মাঠে বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এ নির্বাচন শুধু লড়াইয়ের নির্বাচন নয়। শুধু প্রতিরোধের নির্বাচন নয়। এ নির্বাচন রাজ্যে পরিবর্তনের নির্বাচন। এ নির্বাচন তৃণমূলকে মূল সমেত উপড়ে ফেলার নির্বাচন। এ নির্বাচন বিজয় সংকল্পের নির্বাচন। এ নির্বাচন তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ থেকে ভয়মুক্তির নির্বাচন। এ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে ভরসা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্বাচন। শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় আগামী বিজেপি সরকারের ভরসা ফিরিয়ে আনার নির্বাচন।

ভোট ঘোষণার আগে ছিল ব্রিগেডের বিস্ফোরণ। ভোট ঘোষণার পর বাংলায় নরেন্দ্র মোদীর প্রথম জনসভায় কাঁপিয়ে দিল কুচবিহার। বিজেপির প্রতি কুচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের বিপুল সমর্থন বরাবর আছে। কিন্তু ৫ এপ্রিল কুচবিহারে নরেন্দ্র মোদীর জনসভা ছিল একেবারেই অন্যরকম। রাসমেলা মাঠে জনগণের গর্জনে ছিল নিশ্চিত জয়ের স্বাদ। কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করতে এসে বিপুল জনগর্জনে প্রধানমন্ত্রী নিজেই অভিভূত হলেন। মঞ্চ থেকে প্রকাশও করলেন সেই কথা। রাসমেলা মাঠে মানুষের উচ্ছ্বাসে পরিষ্কার, তৃণমূলকে এবার পরাজিত নয়, ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে অস্তিত্ব হারাতে চলেছে তৃণমূল।

আসলে উত্তর থেকে দক্ষিণ- মানুষ জেগে উঠেছে। প্রতিদিন জেগে উঠছে। চোয়াল শক্ত হচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ তৃণমূলের ভয় দেখানোতে মানুষ আর ভয় পাচ্ছেনা। উল্টো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। বিজেপির পক্ষে ভোট আরও এককাট্টা হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে হাওয়া। দ্রুত বদলে যাচ্ছে। 'বেছে বেছে হিসাব হবে', ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদী প্রথম এই কথা বলার পর থেকেই শুরু হয়েছিল ভয়। ভয় পেয়েছিল তৃণমূলের সিন্ডিকেট বাহিনী। পাওয়ার কথা তো। ব্রিগেড এবং রাসমেলার মাঠের জনজোয়ারে ভয় পেয়েছে তৃণমূল। নজর এড়ায়নি নরেন্দ্র মোদীরও। সোজাসুজি তিনি রাসমেলার মাঠ থেকে বলেছেন- কোচবিহারের জনসমর্থন এটা প্রমাণ করে যে তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গেছে- গোটা বাংলায় একটাই আওয়াজ উঠছে, পাল্টানো দরকার- চাই বিজেপি সরকার।

গোটা দেশ, গোটা পৃথিবী জানে নরেন্দ্র মোদী যা বলেন তা করে দেখান। অসম্ভবকে সম্ভব করতে জানেন তিনি। তিনি জানেন 'ভয়'কে কিভাবে ভয়ের ঘরে ঢুকে ভয় পাওয়াতে হয়। কিভাবে 'ভয়'-কে ভেঙ্গে চুরমার করে ভরসা ফিরিয়ে দিতে হয় মানুষের, নরেন্দ্র মোদী জানেন সেটা। নরেন্দ্র মোদী জানেন, তাঁর সরকারের প্রতি ভারতবাসীর অটুট ভরসা কাঁপুনি ধরায় পাকিস্তান আর বাংলাদেশী জিহাদিদের বুকে। তিনি জানেন, তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা তাঁর প্রতি ভরসা কাঁপুনি ধরায় তৃণমূলের দাপুটে গুন্ডাদের বুকে যারা এতদিন ভয় দেখিয়ে নির্বাচন জিতেছে। ভয় দেখিয়ে যারা লুঠ করেছে চাকরি, লুঠ করেছে বাংলার ভবিষ্যৎ, শিক্ষা, শিল্প, কয়লা, বালি এবং লুঠ করেছে মহিলাদের সম্মান- তাদের সময় শেষ। ব্রিগেডের পর

কোচবিহারের সভা থেকে আবারও তিনি হুঙ্কার দিলেন- এইবার নির্বাচনের পর এদের (তৃণমূলের) পাপের পূর্ণ হিসাব নেওয়া হবে। এক এক করে প্রত্যেকের হিসাব নেওয়া হবে। ৪ঠা মে-র পর আইন তার নিজের কাজ করবে। যে যত বড়ই দুষ্কৃতি হোক না কেন, এইবার ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

ব্রিগেডের বিস্ফোরণের পর হাওয়া যে ঘুরে গেছে নীরবে তা প্রথম বোঝা যায় যেদিন ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী সন্ধ্যাবেলায় জনসংযোগে গিয়েছিলেন ভবানীপুর। রাস্তার দুপাশে বাড়ি-দোকান থেকে ৮ থেকে ৮০ সবাই বেরিয়ে এসে হাত মেলাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে। কেউবা নীরবে দেখছেন বিজেপির মিছিল। হ্যাঁ, ভয় নেই কারুর। নীরব সমর্থন নিয়ে প্রত্যেকে শুধু পরিবর্তনের অপেক্ষায়। দ্বিতীয় দিন যেদিন শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রীর পাড়াতে রাস্তার দুপাশে বাড়ির ব্যালকনি-জানালা-ছাদ থেকে মানুষ হাত নাড়ছে অমিত শাহ এবং শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি। স্বভাবতই এমন অভাবনীয় ঘটনায় উল্লসিত হয়েছেন অমিত শাহ। আর তারপর আবার বোঝা গেল, কোচবিহারে নরেন্দ্র মোদীর জনসভার দিন। বিমানবন্দর থেকে সভাস্থল, রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে মানুষ। সাধারণ মানুষ। উচ্ছাসে আত্মহারা। দেখে মনে হচ্ছিল, ইতিমধ্যেই যেন ফলাফল বেরিয়ে গেছে। গেরুয়া ঢেউয়ে ভেসে গেছে উত্তরবঙ্গ। সভাস্থলে শুধু মানুষের মাথা আর বিজেপির পতাকা। এক ইঞ্চিও মাটি দেখা যাচ্ছেনা ওপর থেকে তোলা ছবি বা ভিডিওতে। সভাস্থলের বাইরে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। মাঝেমাঝেই উঠছে মেদিনী কাঁপানো রণহুংকার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো, সম্ভবত এ নির্বাচনে বিজেপিকে কিছু করতে হবেনা। মানুষ উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে মুছে দেবে, বিসর্জন দেবে করতোয়ার জলে। কিন্তু এর থেকেও অবাক করে দেওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে ওই একই দিনে একই সময়ে। বহরমপুরের মত তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে একটি দীর্ঘ রোড শো ছিল মমতা ব্যানার্জির। তিনি হেঁটেই হেঁটেই যাচ্ছেন পাড়া-মহল্লা-বড় রাস্তা দিয়ে। অথচ রাস্তার দুপাশ একেবারেই ফাঁকা। বাড়িঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। বার্তা খুব পরিষ্কার।

গোটা দেশে এসআইআর হয়েছে। কোথাও কোনও ঝামেলা নেই। যত ঝামেলা যত আপত্তি এই পশ্চিমবাংলায় ব্যানার্জি পরিবার

পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেসের। আপত্তি জানাতে সুপ্রিম কোর্টে দেদার খরচা হচ্ছে জনগণের টাকা। প্রতিটি শুনানিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে তৃণমূল সরকার। কিন্তু তাতে কার কি যায় আসে! বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাওয়া আটকাতে এবং ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার ভয়ে দিশেহারা তৃণমূলের আক্রমণের নিশানায় দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, সংবিধান। এমনকি দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে যে মাননীয় বিচারকরা ভোটার তালিকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করছেন, উসকানি দিয়ে তাদেরও ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে কালিয়াচকে। আসলে বিচারকদের পণবন্দী করে এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা।

ঘটনার পরদিন সুপ্রিম কোর্ট তীব্র প্রতিক্রিয়া দিতেই বেদম ঘাবড়ে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি পাল্টি খেয়ে বলেছিলেন, এনিয়ে আমি কিছু জানি না, জানি না, জানি না। কিন্তু এনআইএ তদন্তে নামতেই ঝোলা থেকে বিড়াল বেরোতে শুরু করে। ভয়ঙ্কর সেই ঘটনা নিয়ে কোচবিহার থেকে প্রতিক্রিয়া খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়- মালদহে যা ঘটেছে তা কেবল বিশৃঙ্খলা নয়, ওটা ছিল তৃণমূলের 'পরিকল্পিত মহাজঙ্গলরাজ'। গোটা দেশ দেখেছে, কী ভাবে কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। এটা কেমন সরকার, যেখানে বিচারপতি এবং সংবিধানও সুরক্ষিত নয়?"

ক্ষমতা ধরে রাখা দূরের কথা কিন্তু ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূলের কতজন জেলযাত্রা আটকাতে পারবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট

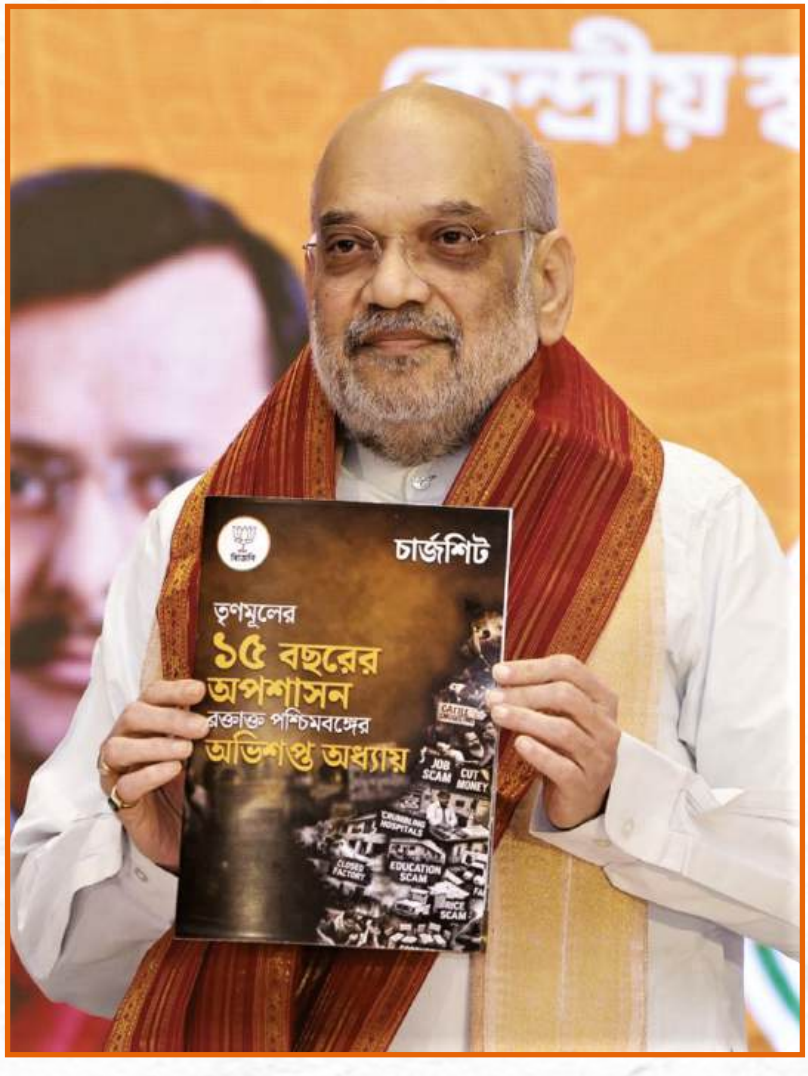

এই চার্জশিট তৃণমূল সরকারের যন্ত্রণাময় শাসনের প্রতিটি অধ্যায়কে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। এই চার্জশিট রেশন চুরির বিরুদ্ধে। বাংলার যুবকদের ভবিষ্যৎ আর চাকরিকে নিলামে তোলার বিরুদ্ধে। আমাদের ঘরের মেয়েদের ধর্ষকদের আড়াল করার বিরুদ্ধে। রাজনীতির স্বার্থে দেশের সীমান্তকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে বিক্রি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে। এই চার্জশিট বাংলায় তৃণমূলের বোমা, কাট-মানি আর সিন্ডিকেট সন্ত্রাসের সংস্কৃতি কায়েম করার বিরুদ্ধে। রাজ্যে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা যার প্রতিটি ক্ষেত্রই পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে এই চার্জশিট। রাজ্যের নারী, যুবক, আদিবাসী, মতুয়া এবং মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের তৃণমূলের হাতে নির্মমভাবে প্রতারিত হওয়ার বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই চার্জশিট।

সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গ
এক অবরুদ্ধ ব্যবস্থার আখ্যান

রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়

- **সর্বগ্রাসী সিন্ডিকেট:** সিন্ডিকেট রাজের দাপটে আজ কয়লা, পিডিএস বা এসএসসি—সর্বত্রই দুর্নীতির জয়জয়কার; জন্ম থেকে মৃত্যু, প্রতিটি সরকারি পরিষেবা আজ এই 'কাট-মানি'র রাহুগ্রাসে বন্দি
- **আর্থিক অব্যবস্থা:** ২০ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর ন্যায্য মহার্ঘ ভাতা (DA) অস্বীকার এবং সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর না করার এই প্রশাসনিক উদাসীনতা আসলে চরম আর্থিক দেউলিয়া ও দায়িত্বহীনতারই নামান্তর
- **প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা:** সুপ্রিম কোর্টের অনুশাসনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর এক অনভিপ্রেত আঘাত

নিরাপত্তা ও আইনের শাসন:

- **রক্তস্নাত রাজত্ব:** ৩০০ টি রাজনৈতিক প্রাণহানি এবং ১৩,০০০-এর অধিক খুনের অপচেষ্টার পরিসংখ্যান আজ রাজ্যকে এক অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে; মুর্শিদাবাদ থেকে মোমিনপুর—ত্রাসের এই বিস্তার আজ প্রশাসনিক ব্যর্থতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন
- **অরক্ষিত নারী ও প্রশাসনের মুখচ্ছবি:** পার্কস্ট্রিট থেকে সন্দেশখালি, সুবিচার আজও অধরা; ৩৪,৭৩৮টি অপরাধের এই বিশাল খতিয়ান প্রমাণ করে যে, নারী সুরক্ষা এ রাজ্যে আজ কেবলই এক অলীক স্লোগান
- **গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ:** বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন এবং বিরোধী বিধায়কদের ক্রমাগত কোণঠাসা করার এই ঘৃণ্য প্রয়াস আসলে সংসদীয় রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে একদলীয় আধিপত্য কায়েমেরই কুৎসিত নগ্নতা

অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের অধোগতি

- **রিক্ত শিল্পাঞ্চল:** ৬৬৮৮টি সংস্থার রাজ্যত্যাগ এবং ১৮,৪৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অকালমৃত্যু আজ বাংলার শিল্পায়নের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে
- **মেধার নির্বাসন:** ৪৭.৬ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত বেকারের হাহাকার আজ বাংলার ঘরে ঘরে; ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে ৪০ লক্ষ যুবক
- **কৃষি সংকট:** কৃষি-সংকট: আলু ও ধান চাষে চরম দুর্দিন, মৎস্য ও দুগ্ধ পালনে সুসংবদ্ধ তোলাবাজি এবং উত্তরবঙ্গের ৫ লক্ষ চা-শ্রমিকের জীবন আজ প্রশাসনের চরম ঔদাসীন্যে বিপন্ন

সামাজিক কাঠামোর চুরমার দশা

- **করাল গ্রাসে শিক্ষা:** শিক্ষক নিয়োগে অভাবনীয় দুর্নীতির জেরে ২৬,০০০ কর্মসংস্থান আজ আদালতের কাঠগড়ায় এবং ৮,০০০ স্কুলের দরজায় ঝুলছে তালা
- **চিকিৎসার অন্ত্যেষ্টি:** আয়ুষ্মান ভারত প্রত্যাখ্যান, জাল ওষুধের রমরমা এবং সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামোগত দৈন্যদশা আজ রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে এক কঙ্কালসার প্রহসনে পর্যবসিত করেছে
- **শহুরে ক্ষয়িষ্ণুতা:** বেআইনি নির্মাণের রমরমা, উড়ালপুল বিপর্যয় এবং পৌনঃপুনিক অগ্নিকাণ্ডের মারণ-ফাঁদে কলকাতার নড়বড়ে পরিকাঠামো আজ এক জরাজীর্ণ শ্মশানে পর্যবসিত হয়ে প্রশাসনের চরম অদূরদর্শিতারই নগ্ন দলিল হয়ে উঠেছে

অনুপ্রবেশে

মদত ও রাজনৈতিক তোষণ

সীমান্ত রক্ষা ও অনুপ্রবেশ রুখতে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কঠোর আইনি পদক্ষেপ তো দূরস্থ, ভোটব্যাঙ্কের এবং তোষণের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদেরই কার্যত আড়াল করা হচ্ছে।

- **অনুপ্রবেশের নিরাপদ চারণ ভূমি:** পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ২২১৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে ৫৬৯ কিলোমিটার এখনো কাঁটাতারবিহীন। তৃণমূল সরকারের জমি অধিগ্রহণে চরম উদাসীনতাই এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে

- **সীমান্ত প্রহরায় আদালতের হস্তক্ষেপ:** ২০২৬-এর জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার লক্ষ্যে ন'টি সীমান্তবর্তী জেলার জমি অবিলম্বে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে

- **জালে ২৬৮৮ অনুপ্রবেশ:** বিএসএফ-এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ আজ অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রধান প্রবেশদ্বার; যেখানে তণৃমলেূর সিন্ডিকেট চক্র জাল আধার ও ভোটার কার্ড তৈরির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে এই অুনপ্রবেশে মদত জুগিয়েছে

- **গরু পাচার থেকে জাল নোটের রমরমা:** ভারতের 'জাল নোটের রাজধানী' মালদায় আজ দুষ্কৃতীদের দাপট। গরু পাচার আর জাল নোটের সিন্ডিকেটকে শেষ করতে ক্রমাগত জওয়ানদের রক্ত ঝরছে সীমান্তে। অপশাসনের এই চরম পর্যায়ে আইনের বদলে কায়েম 'হুমকি-সংস্কৃতি', যা আদতে শাসকদলের তোষণ-সর্বস্ব রাজনীতিরই পরিণতি

- **বিপন্ন আজ চিকেন নেক:** উত্তরবঙ্গের এই সংকীর্ণ করিডোরটির নিরাপত্তা তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কের রাজনৈতিক তোষণের রাজনীতিতে বিপন্ন হয়েছে। জনবিন্যাসের পরিকল্পিত বিবর্তন যেভাবে এই ভূখণ্ডের ভারসাম্য নষ্ট করছে, তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক অশনিসংকেত। উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশকে হাতিয়ার করে জনবিন্যাস বদলানোর অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে

দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির শীর্ষে তৃণমূল

তৃণমূল কংগ্রেস এখন আর কোনও সাধারণ রাজনৈতিক দল নয়, এটি সম্পূর্নরূপে একটি অপরাধ চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই পচন শিকড় থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি: ২০,০০০ কোটি টাকার অবৈধ খনন সিন্ডিকেট সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি কোষাগার লুঠ করেছে এবং বিদেশি হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার করেছে। এই সংগঠিত চুরি পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে "ভাইপো"-র ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। এরফলেই রাজ্যে দুর্নীতি আর অপশাসন এভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

১০,০০০ কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি: গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ রেশন চুরি করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে পাচার করা হয়েছে। আর এই গোটা দুর্নীতির নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।1

স্কুল সার্ভিস কমিশন দুর্নীতিতে ২৬,০০০ চাকরি বাতিল: যোগ্য তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। টাকার বিনিময়ে নির্লজ্জভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিগুলো বিক্রি করা হয়েছে। এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

১০০ দিনের কাজের (MGNREGA) জব কার্ড দুর্নীতি: ২৫ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো জব কার্ড আর ভুয়ো কাজের হিসেব দেখিয়ে বিপুল টাকা লুঠ করা হয়েছে। গরিব মানুষের হকের মজুরি শেখ শাহজাহানের মতো দালালরা চুরি করেছে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত আধিকারিকদের আড়াল করে বাঁচিয়েছে।

ডিয়ার লটারি কেলেঙ্কারি: বিক্রীত টিকিটে কারচুপি করে বড়ো অঙ্কের ভুয়ো পুরস্কার জেতার নামে ৪০০ কোটি টাকার বিশাল দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং বিবেক গুপ্ত সহ অনেকে রাতারাতি এই লটারির "জ্যাকপট বিজয়ী" হয়ে যান, আর অন্যদিকে লটারি-মালিক তৃণমূলকে বিপুল অঙ্কের ইলেক্টোরাল বন্ড বা নির্বাচনী চাঁদা প্রদান করেন।

মিড-ডে মিল কেলেঙ্কারি: দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার আর স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতারা ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির খাতায় জালিয়াতি করে এবং স্কুলের চাল-ডাল কালোবাজারে বিক্রি করে ১০০ কোটি টাকারও বেশি লুঠ করেছে। গরিব পড়ুয়াদের পোকা-ধরা খাবার দেওয়া হয়েছে, যা লাখ লাখ গরিব পরিবারের বিশ্বাসের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়

৪০, ০০০ কোটি টাকার অধিক চিটফান্ড কেলেঙ্কারি: লক্ষ লক্ষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আর দিনমজুরদের জমানো টাকা লুঠ করে তাদের একেবারে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের একেবারে ওপরতলা থেকে এই দুর্নীতিবাজদের পুরোপুরি রাজনৈতিক মদত দিয়ে আড়াল করে বাঁচানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) দুর্নীতি: তৃণমূলের দুর্নীতিবাজ পঞ্চায়েত নেতারা অত্যন্ত নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা বানিয়ে এবং ভুয়ো বিল দেখিয়ে কেন্দ্রের পাঠানো ৩৪৩ কোটি টাকা লুঠ করেছে। উদ্বোধনের কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন রাস্তা ভেঙে গেছে, আর প্রশাসন সাধারণ মানুষের এসব অভিযোগে কর্ণপাতও করেনি।

১০০ কোটি টাকার মালদহ বন্যা ত্রাণ দুর্নীতি: বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারের জন্য বরাদ্দ জরুরি সরকারি তহবিল সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্যের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং একটি মাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪২ বার পর্যন্ত বেআইনি টাকা পাঠানো হয়েছে।

আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণের ১,০০০ কোটি টাকা লুঠ: আমফান ঘূর্ণিঝড়ের পর দুর্গতদের সাহায্যের জন্য আসা এনডিআরএফ (NDRF) তহবিলের ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি 'সিন্ডিকেট রাজ' এবং ভুয়া উপভোক্তাদের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সীমান্তে গরু পাচার কেলেঙ্কারি: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অনুব্রত মণ্ডলের মদতে এক বিশাল গরু পাচার চক্রের কারবার চলে। এই পাচার চক্র থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার কালো বাজারি হয়েছে।

প্রশাসনিক অরাজকতা এবং রাজনৈতিক অপশাসন

তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতার জন্যই সরকারি কর্মচারীরা আজ আর্থিক এবং মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

- **ডিএ থেকে বঞ্চিত সরকারি কমচর্ারীরা এবং অবসরপ্রাপ্তকর্মী:** রাজ্যের ২০ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ডিএ পাওয়া কর্মচারীদের আইনি অধিকার।এবং তৃণমূল সরকারকে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া সমস্ত ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়

- **সপ্তম বেতন কমিশন চালু না হওয়া:** পশ্চিমবঙ্গে এখনও সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা হয়নি। তৃণমূল সরকারের অপদার্থতাতেই রাজ্য সরকারি কমর্চারীরা চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন

- **ভোটার তালিকা সংশোধনে বাধা:** ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজে তৃণমূল অনেক ঝামেলা করলেও সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ কোনো বাধা ছাড়াই চালিয়ে যেতে হবে

গণতন্ত্রের ওপর আঘাত

তৃণমূলের শাসনে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজ চরম সংকটের মুখে। ক্ষমতার এই ভয়ঙ্কর অপব্যবহার আর চরম প্রতিহিংসা পরায়ণতা পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

- ২০১৬ থেকে ৩০০ জন বিজেপি কর্মী নির্বাচনী হিংসার বলি হয়েছেন
- গত জানুয়ারি মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন
- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে **অপশাসনের হাতিয়ার** হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে
  - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (PAC) চেয়ারম্যান পদে বিরোধী দল বিজেপির কোনো বিধায়ককে নিয়োগ করা হয়নি
  - বিধানসভার কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্য কোনো কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিরোধী দল বিজেপির কাউকে সুযোগ দেওয়া হয়নি
  - স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিধায়কদের বারবার অন্যায়ভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্পিকার বিরোধী দলনেতাকে মোট ৫ বার সাসপেন্ড করেছেন, যার ফলে প্রায় ১১ মাস তাঁকে বিধানসভার বাইরে থাকতে হয়েছে
  - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সংক্রান্ত একটি প্রশ্নও গ্রহণ করা হয়নি
- ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো আর বেআইনি ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করার জন্য যে বিশেষ সংশোধনের (SIR) কাজ শুরু হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছেন

৭ম বেতন কমিশন
কার্যকর হয়নি

বঞ্চিত **২০ লক্ষ** রাজ্য
সরকারি কর্মী

পরিযায়ী **৪০ লক্ষেরও**
বেশি যুবক-যুবতী

'চা সুন্দরী'
আবাসন প্রকল্পের মতো
প্রতারণার ফাঁদে
চা-শ্রমিকরা

ধান উৎপাদনে
শীর্ষস্থান হারিয়ে
নেমে এসেছে তৃতীয় স্থানে

পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে
৬,৬৮৮টি সংস্থা

দেশের মোট অ্যাসিড হামলা
২৭.৫% ঘটে পশ্চিমবঙ্গে

৩০ লক্ষ
কর্মসংস্থান নষ্ট

দুর্নীতির জেরে
২৬,০০০ চাকরি
বাতিল

প্রায় **৮,০০০টি স্কুল**
বন্ধ

চার্জশিট

তৃণমূলের ১৫ বছরের অপশাসন

রক্তাক্ত পশ্চিমবাংলার অভিশপ্ত অধ্যায়

২০২৩ সালেই
৩৪,৭৩৮টি নারীঘটিত অপরাধ

জমিজটে উন্মুক্ত
ভারত-বাংলাদেশের
৫৬৯কিমি সীমান্ত

অনুপ্রবেশকারীদের
ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি

রাজ্যে **নিম্নগামী**
গ্রামীণ স্বাস্থ্য বাজেট

ধুঁকছে **৫ লক্ষ**
শ্রমিকের পরিবার

বন্ধ তরাই-ডুয়ার্সের
৮০% চা বাগান

সরকারি পাঠ্যপুস্তকে
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে
'সন্ত্রাসবাদী' বলে অপমান

দেশের **প্রথম আদিবাসী**
রাষ্ট্রপতিকেও কদর্য
ভাষায় আক্রমণ

উড়ালপুল বিপর্যয়,
অগ্নিকাণ্ডে
মৃত্যুপুরী মহানগরী

বিজেপি

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে

সংগঠনকে 'মা'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন নরেন্দ্র মোদী

ব্যুরো রিপোর্টঃ ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশজুড়ে বিজেপির কোটি কোটি দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আজকের এই বিশেষ দিনটি স্রেফ একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং বিজেপি কর্মীদের কাছে এক 'আবেগঘন মুহূর্ত'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপিই দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল যেখানে সংগঠনকে 'মা' হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশকে সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি জানান, এই দিনটি বিজেপির সকল নিষ্ঠাবান কর্মীর আত্মত্যাগের ফসল। সামনে থাকা বিধানসভা নির্বাচনগুলির প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছেন। বিশেষ করে নির্বাচনী রাজ্যগুলিতে কর্মীদের কাজের ধরনে যে নতুনত্ব এবং উদ্ভাবনী উদ্যম দেখা যাচ্ছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। দলের বর্তমান সভাপতি নীতিন নবীনের

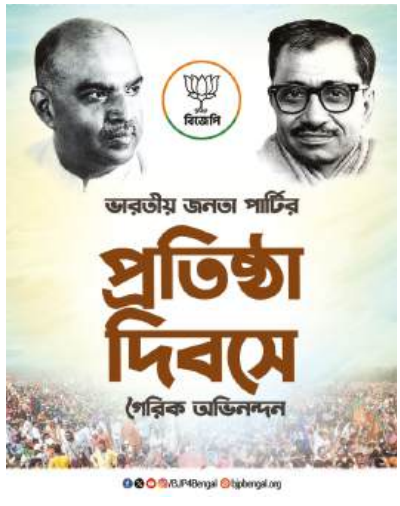

নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, তাঁর হাত ধরেই দলে আধুনিকতা ও নতুনত্বের সঞ্চার হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে কর্মীদের নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, দেশসেবাই বিজেপির মূল লক্ষ্য।

পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি আজ যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে, তার পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ কর্মীর কঠোর পরিশ্রম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগ। যারা দলের সংকল্পের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, কেবল তারাই এই যাত্রার গভীরতা বুঝতে পারবেন। দলের আদর্শের ভিত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, **রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) 'পবিত্র বটবৃক্ষের' নিচেই তাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাজনীতি করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।** প্রথম কয়েক দশক দলের নীতি নির্ধারণে শক্তি ব্যয় করার পর, আজ বিজেপি একটি শক্তিশালী ও ক্যাডার-ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশ-

১। বিজেপি কর্মীরা দেশের সেবায় ছুটে বেড়াত, জেলে যেতেও ভয় পেত না। ওই কঠিন সময়েও বিজেপি কর্মীদের ভবিষ্যতের উপরে ভরসা ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা যে পরিশ্রম করছেন, তাতে আগামীদিনে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এমার্জেন্সির সময় দমন,

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র, আমাদের রাজনীতিতে অচ্ছুৎ করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তাও নিজের সংকল্প, পরিশ্রমে এখানে আনা গিয়েছে দলকে।

২। দেশে দীর্ঘ সময় পরে কোনও পার্টি এত জনমত পেয়েছে। এই সাফল্য নীতি, নিয়ম ও নিষ্ঠার দীর্ঘ যাত্রার ফল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বিশাল বটবৃক্ষের ছত্রছায়ায় রাজনীতিতে পা রাখার প্রেরণা পেয়েছি। প্রথম কয়েক দশকে আমরা সংগঠনের জন্য প্রাণ লড়িয়ে দিয়েছি। এত কার্যকর্তা সেবার চিন্তাধারায় এগিয়েছে। আমরা মূল্যে অবিচল ছিলাম। জনকল্যাণকে মন্ত্র করে এগিয়েছিলাম।

৩। এই লড়াইয়ে কত কার্যকর্তার প্রাণ গিয়েছে। বাংলা ও কেরলমে আমরা দেখেছি যে কীভাবে হিংসাকে রাজনীতির অংশ করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা এই পরিস্থিতিতেও ভয় পায়নি, দমেনি। আজও বিজেপি কর্মীরা দেশসেবার চিন্তাধারায় নিরন্তর কাজ করছেন। সকল বিজেপি কর্মীকে প্রণাম জানাই।

৪। আজ আমরা প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর হচ্ছি। সীমান্তে সুরক্ষার জন্য নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে, যাতে ভারত সুরক্ষিত থাকে। নকশালবাদ, মাওবাদ দমন করা হয়েছে। বিজেপি আজ 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' গড়ার সংকল্পে এগোচ্ছে।

৫। কত কম সময়ে আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছি। পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমরা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। লাগাতার কাজ করছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই দায়িত্ব বিজেপিই পূরণ করতে পারে।

৬। আমাদের উপরে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে আমরা যা বলি, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করি। ভারতীয় জনতা পার্টি ভদোদরায় ১৯৯৪ সালে মহিলা সংরক্ষণের কথা বলেছিলাম। আমরা এই সিদ্ধান্তও নিয়েছিলাম যে সংগঠনে মহিলাদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমরা ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। ২০২৯ সালে নারী শক্তি অধিনিয়মে নির্বাচন হোক-এটাই চাই।

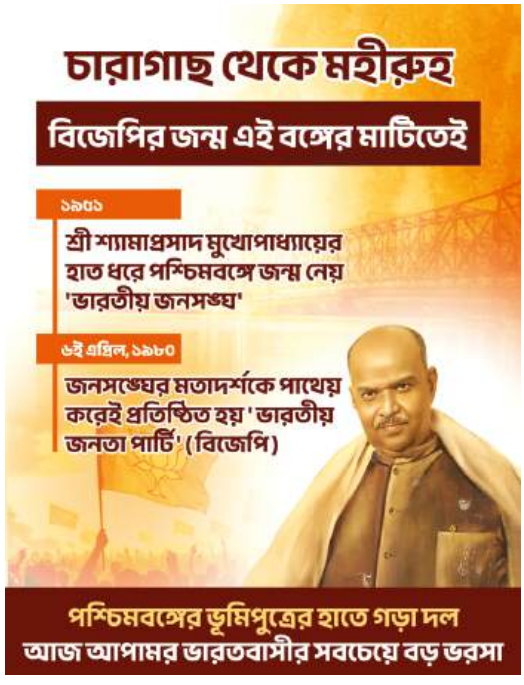

প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

৭। আমাদের গর্ব হয় যে ভারতের রাজনীতিতে আমরা নতুন সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছি। রাষ্ট্রকে প্রাধান্য বা অগ্রগণ্যতা দেওয়া। রাষ্ট্রের একতা, রাষ্ট্রের উন্নতি, এটাই আমাদের পরিচিতি হয়ে গিয়েছে। জোট রাজনীতিতেও নজির গড়েছে বিজেপি। রাষ্ট্রের উন্নতির লক্ষ্যে এনডিএ তৈরি করা হয়। ২৫ বছর হয়ে গিয়েছে, এনডিএ পরিবার আরও বড় হচ্ছে।

৮। আমরা অনেক সরকারের অংশ ছিলাম, কিন্তু আমাদের পার্টি সবসময় জনসেবার অংশ ছিল। এই সেবা ধর্মের জন্যই সাধারণ মানুষের বিজেপির উপরে বিশ্বাস বেড়েছে। ১৯৮৪-র কথা ভোলা যায় না, যখন কংগ্রেস রেকর্ড আসনে জয়ী হয়েছিল, কিন্তু মানুষ দেখেছিল যে কীভাবে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল কংগ্রেস। এই সময় বিজেপির উপরে ভরসা বাড়ে সাধারণ মানুষের। সেই সময় দুটি ধারা তৈরি হয়। এক, সত্তার রাজনীতি ও দুই সেবার রাজনীতি। মানুষের সত্তার রাজনীতির উপরে ভরসা কমে, সেবার রাজনীতিতে বিশ্বাস তৈরি হয়।

৯। কংগ্রেস শুধু একটা পরিবারকে গুরুত্ব দিয়েছে। বাকিদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। বিজেপি সকলকে উচিত সম্মান দেয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে পরাক্রম দিবস, আন্দামানে তাঁর নামে দ্বীপ, ২৬ জানুয়ারির প্যারেডে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে স্যালুট করা হয়েছে। বিজেপি রাষ্ট্রনেতাদের সম্মান দিয়েছে।

১০। আমরা সুশাসনের নজির হয়ে উঠেছি। আমরা দেশের মানুষকে দারিদ্রতা থেকে তুলে এনেছি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার জম্মু-কাশ্মীরের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছিলেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, যা করা অসম্ভব বলে মনে করা হত একসময়। কিন্তু বিজেপির সংকল্প ছিল, ৩৭০-র কলঙ্ক দেশের মাথা থেকে মুছে ফেলা হবে।

পিছিয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গকে আমরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বানাবো

অমিতাভ চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি

প্রশ্নঃ নমস্কার। এ মাসেই দু দফায় ভোট পশ্চিমবঙ্গে। এই নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল নিয়ে আপনার কি বিশ্লেষণ?

উত্তরঃ এবারে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির যে ক্রমবিকাশ সেটা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। ২০১৯ থেকেই মানুষ আমাদের সমর্থন দিয়েছে। উনিশ থেকেই মানুষ আমাদের চেয়েছে। ২০২৬এ মানুষ সঙ্কল্প নিয়ে নিয়েছে যে দৌরাত্ম্যের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-কৃষ্টি, এখানকার মহিলাদের, যুবকদের এবং সর্বস্তরের মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বামপন্থীদের ও কংগ্রেসীদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৬০ বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গকে আজ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে পরিণত করেছে।

যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় দেশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সেই পশ্চিমবঙ্গের আজ দিশেহারা অবস্থা। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জির সরকার। নিশ্চিতভাবে রাজ্যের মানুষ আর এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেবেনা। বিজেপির সরকারকেই নিয়ে আসবে বিকল্প হিসাবে।

প্রশ্নঃ আগের নির্বাচনগুলিতে আমরা দেখেছি ভোটের আগে, ভোটের দিন ও গণনার দিন রাজনৈতিক হিংসা এবং গণনার দিন কারচুপির অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এবার কি বদলাবে সেই ছবি?

উত্তরঃ ভারতীয় জনতা পার্টি উনিশ, একুশ, চব্বিশ দেখেছে। আমাদের কার্যকর্তারা এবারে পরিবর্তন আনার জন্য তৈরি। মোকাবিলার জন্য সাংগঠনিক ভাবে আমরা তৈরি। হিংসা মুক্ত নির্বাচনের কথা কমিশন বারবার বলছে। আমরাও চাই ভয় মুক্ত, হিংসা মুক্ত নির্বাচন হোক এ রাজ্যে। একটি প্রাণও যাতে না যায় সেটাই আমরা চাই।

আমাদের বিশ্বাস এবারের নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে সাধারণ মানুষ। যে কোনও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারাই প্রতিরোধ করবে।

প্রশ্নঃ এসআইআর নিয়ে গোটা দেশে কোনও ঝামেলা না হলেও পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে ক্রমাগত ঝামেলা পাকাচ্ছে তৃণমূল। দিনে দিনে বাড়ছে সেই ঝামেলা। এই ঝামেলা তৈরি করে তৃণমূলের উদ্দেশ্য কি সফল হবে?

উত্তরঃ বাম আমলে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের এ রাজ্যে প্রবেশের রাস্তা করে দেওয়া ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে। সেটাই দশগুন বেড়েছে তৃণমূলের আমলে। আর সেই অনুপ্রবেশকারীরাই ওদের ভোটে জেতার একমাত্র রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি হিন্দু শরনার্থীরা যাতে এসআইআর-এ নাম তুলতে না পারে তার জন্যও তৃণমূল চেষ্টা করেছে। এটা খুবই অন্যায়। মানুষ ওদের ক্ষমা করবে না এবং নির্বাচনে মানুষ ওদের বিরুদ্ধে জবাব দেবে।

প্রশ্নঃ ৩৫ বছর বাম এবং ১৫ বছরের তৃণমূল শাসন, প্রায় ৫০ বছরের এই অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের যে দুরবস্থা হয়েছে তার পরিবর্তন করে আগামীদিনে এরাজ্যে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের মডেল কি হতে চলেছে?

উত্তরঃ ২১টি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও আসতে চলেছে বিজেপির উন্নয়নের জোয়ার। অপশাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র উত্তর উন্নয়ন। এটাই মনে করে বিজেপি। উদাহরণ হিসাবে বিহারকে দেখুন। কিংবা ছত্তিশগড়ের মত একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। বিমারু রাজ্য বলা হত একসময়, আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নের স্রোতে।

একই কথা বলা যায় ওড়িশার ক্ষেত্রেও। একসময় বিহার-ওড়িশা-আসাম থেকে মানুষ কাজ করতে আসতো বাংলায়। আজ বাংলা থেকে মানুষ কাজের জন্য যাচ্ছে ওইসব বিজেপি শাসিত রাজ্যে।

ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি বাংলায় শিল্পায়ন করবে, ভারী শিল্প তৈরি হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ রিসোর্স আছে এবং তা দিয়ে শিল্পের অনুকূল যে পরিবেশ তৈরি হবে তাতে পিছিয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গকে আমরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বানাবো দেশের বিকাশের স্বার্থে।

প্রশ্নঃ বিগত কয়েক দশক ধরে দেখছি রামনবমীর মিছিলের ওপর আক্রমণ, হিন্দু মন্দিরের ওপর আক্রমণ, হিন্দু মহিলাদের ওপর আক্রমণ ও সম্মানহানি। পশ্চিমবঙ্গ প্রায় পশ্চিম বাংলাদেশ হবার পথে। এটা কি বিজেপি ক্ষমতায় এলে আটকাতে পারবে?

উত্তরঃ দেখুন, ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন বাংলার থেকেও আসামে অনেক বেশী হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর আসামকে আমরা যেভাবে নিয়ন্ত্রনে এনেছি, বাংলাতেও সেটা হবে। ইতিমধ্যেই আমরা সংকল্প নিয়েছি একজনও অনুপ্রবেশকারী যাতে দেশের মধ্যে না থাকতে পারে। এনিয়ে সংকল্পবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভোটার তালিকা এবং অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা আমাদের সংকল্প। যেভাবে আমরা দেশকে নকশাল মুক্ত-মাওবাদী মুক্ত করেছি ঠিক সেভাবেই আমরা বাংলাকে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রেবেশকারী মুক্ত করব।

প্রশ্নঃ ২০২৬ নির্বাচনের আগে বঙ্গ কমলবার্তার যারা পাঠক, ভারতীয় জনতা পার্টির সেই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আপনার বার্তা।

উত্তরঃ বঙ্গ কমলবার্তার যে প্রচেষ্টা তা খুবই প্রশংসনীয়। যেসব ব্যক্তিবর্গ এর সঙ্গে আছে তাদের প্রচেষ্টায় তারা এটিকে একটি নতুন মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গ কমলবার্তার সকল পাঠক এবং যেসব কার্যকর্তারা যুক্ত আছেন তাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, আপনারা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গে এই উন্নয়নে সামিল হন। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের যে অভিযান চলছে সেই অভিযানকে আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দিন এবং পাঠক হিসাবেও সকলের কাছে পৌঁছে দিন বঙ্গ কমলবার্তা।

—অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। প্রণাম।

ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রত্যেক মহিলাকে দেবে মাসিক ৩০০০ টাকা

শশী অগ্নিহোত্রী
সাধারণ সম্পাদিকা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি

প্রশ্নঃ নমস্কার দিদি। ভোটের কয়েক মাস আগেই দল আপনার প্রতি আস্থা রেখেছে এবং আপনাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছে। অভিনন্দন আপনাকে।

উত্তরঃ দেখুন আমরা দলের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত একজন সৈনিক। পার্টি মনে করেছে আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেবে, সেটা দিয়েছে। আমি যতদিন এই পদে আছি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করব।

প্রশ্নঃ সামনেই ভোট। দু দফায় নির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এবারের ভোটে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা কতটা বলে মনে করছেন?

উত্তরঃ সম্ভাবনা নয়। বিজেপি জিতবেই। বিজেপি আসবেই। তৃণমূল ইতিমধ্যেই মানুষের মন থেকে চলে গেছে। এবারে বিকল্প অন্য কিছু নেই। বিজেপি এখন মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে। অপেক্ষা শুধু ফলাফল ঘোষণার দিন অবধি। যদি মানুষ ভোট কেন্দ্র অবধি পৌঁছতে পারে এবং নির্বাচন কমিশন যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করাতে পারে নিশ্চিতভাবে এ রাজ্যে বিজেপির সরকার হতে চলেছে।

প্রশ্নঃ ভোটের দিনে রিগিং কি এবারে বন্ধ করা যাবে? কোনও বিশেষ পরিকল্পনা?

উত্তরঃ এনিয়ে এবার আমাদের থেকে মানুষ বেশী প্রস্তুত। রিগিং বন্ধ করানোর দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের। ইলেকশন কমিশন কতটা কি করবে সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু বিজেপির প্রতিটি কার্যকর্তা যারা বুথে বসবে এবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, প্রত্যেকে প্রস্তুত আছে। যে ভাষায় যে বুঝবে তাকে সেই ভাষায় বোঝানো হবে।

প্রশ্নঃ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ইভিএম পাল্টানো, গণনায় গণ্ডগোল ইত্যাদি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ব্যাপারে কি এবারে বিজেপির কার্যকর্তারা প্রস্তুত রয়েছে?

উত্তরঃ ভোট গণনা সংক্রান্ত আমাদের ট্রেনিং তো আছেই। আর তাছাড়া এবার বাইরে থেকে এজেন্সির লোক ঢুকিয়ে বা গণনা কেন্দ্রের ভিতরে বাইরে আমাদের কার্যকর্তাদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূলের চালাকি আর চলবে না। আমাদের প্রতিটি কার্যকর্তা প্রস্তুত। এবারের নির্বাচন সরকার গঠনের লড়াই। ভয়কে জয় করে সব বাঁধা মূল থেকে উপড়ে ফেলার লড়াই। ভয় দেখানো তো দূরের কথা। তৃণমূল নিজেই এখন ভয়ে কাঁপছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার ভয়। এবারের নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন।

প্রশ্নঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও বারংবার আমরা দেখেছি নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। গোটা দেশে লজ্জায় মুখ পুড়েছে বাংলার। আপনি বিজেপির একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা নেত্রী। এই নারী নিরাপত্তার বিষয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কি পরিবর্তন হবে?

উত্তরঃ ১০০ শতাংশ পরিবর্তন হবে। আমাদের সংকল্প পত্রে রয়েছে এই নারী নিরাপত্তার বিষয়। নারীর নিরাপত্তাকে সংকল্প পত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রত্যেকটি নারী ও শিশু কন্যা যাতে সুরক্ষিত থাকে সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেবে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আগামী সরকার। মহিলাদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমরা সেইভাবেই সাজাবো যে কারও দুঃসাহস হবেনা মহিলাদের ওপর অত্যাচার করার।

প্রশ্নঃ তৃণমূল একটা কথা বারবার বলে থাকে যে তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মারফৎ ১৫০০ টাকা দেয়। ফলে বাংলার মা-বোনেরা তাদেরই সঙ্গে আছে। এ বিষয়ে বিজেপি কি ভাবছে?

উত্তরঃ দেখুন ১৫০০ টাকা দিয়ে কারুর সংসার চলে না। এই ১৫০০ টাকা দিয়ে মহিলাদের মুখ বন্ধ করানোর চেষ্টা, একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এটাতে উনি সফল হবেন না এবারে। ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রত্যেক মহিলাকে দেবে মাসিক ৩০০০ টাকা। এর পাশাপাশি আমি বলতে চাই, এই যে যুবসাথী ক্যাম্পে এত ভিড় হচ্ছে, কেন হচ্ছে? কেননা গত ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে কোনও রোজগারের সুযোগ বা শিল্প আনতে পারেনি। বেড়েছে বেকারের সংখ্যা। সেই কারণেই ক্যাম্পে ক্যাম্পে এত ভিড়। বেকার সমস্যা থেকে চোখ সরাতে ভোটের আগে যুবদের জন্য ভাতা ঘোষণা করে তৃণমূল এবার পার পাবেনা। ওদের চালাকি এবার সব স্তরের মানুষ ধরে ফেলেছে। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ হোক বা পুরোহিত-মোয়াজ্জেমদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা, সবই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জির ভোটের গিমিক।

প্রশ্নঃ শেষ প্রশ্ন। কত আসন এবারের নির্বাচনে বিজেপি পেতে পারে বলে মনে করছেন?

উত্তরঃ সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তবে সরকার গঠনের জন্য যে আসন দরকার তার থেকে বেশী আসন পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি।

—বঙ্গ কমলবার্তার পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সাক্ষাৎকারের জন্য। ভাল থাকুন।

ছবিতে খবর

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বরিষ্ঠ নেতা শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের উপস্থিতিতে নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং হলদিয়া বিধানসভার মনোনয়ন পর্বে বিজেপির শোভাযাত্রা শেষে হলদিয়া এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এবং রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন বিজেপির মনোনীত ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই দিনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন বালিগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ শতরূপা ও রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত।

ছবিতে খবর

বুকভরা যন্ত্রণা আর এক বুক লড়াইয়ের জেদ নিয়ে মানুষের মাঝে পানিহাটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী আমাদের সকলের পরিচিত 'অভয়ার মা'—শ্রীমতি রত্না দেবনাথ মহাশয়া।

বিজেপিতে যোগ দিলেন কামদুনি কাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ টুম্পা কয়াল এবং ভারতের খ্যাতনামা টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ।

নির্বাচনী প্রচারে রাসবিহারী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ও প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

নির্বাচনী প্রচারে বিধাননগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

নির্বাচনী প্রচারে রাজারহাট-গোপালনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

ছবিতে খবর

উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি তৃণমূলের অবহেলার বিরুদ্ধে, রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য এবং শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন উত্তরবঙ্গের লড়াকু নেতা শ্রী বংশীবদন বর্মন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের সমর্থনে কুমারগঞ্জের মোহনা হাটে নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।

নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন মহাশয়।

মানিকতলা বিধানসভায় বিজেপি জেলা অফিস পদাধিকারী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি শ্রী হরিপদ ভারতীর মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয়া শশী অগ্নিহোত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

২০২৬ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য জুড়ে বিজেপি কার্যকর্তাদের চোখধাঁধানো সব দেওয়াল লিখন।

ছবিতে খবর

উত্তর থেকে দক্ষিণ- রাজ্যজুড়ে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে গেরুয়া ঝড়

খড়্গপুর সদরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

মাথাভাঙ্গায় বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক।

পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী জিতেন তিওয়ারি।

তুফানগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী মালতী রাভা রায়।

সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

মনোনয়ন দাখিল করার পথে কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় ও রথীন্দ্র বোস।

উত্তর থেকে দক্ষিণ- রাজ্যজুড়ে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে গেরুয়া ঝড়

হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র।

আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

আউশগ্রাম বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাঝি।

সোনারপুর দক্ষিনে বিজেপি প্রার্থী রুপা গাঙ্গুলি।

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী।

শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউড়ি।

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বা ভোটের অঙ্ক নয়

সবার সঙ্গে, সবার বিকাশেই বাংলার ভবিষ্যৎ

গৌতম ঘোষ

২০১৬ থেকে ২০২৪- ভোট এলেই তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্সির বিজ্ঞাপনে ঠকেছে বাঙালী। ধোঁকা খেয়েছে। কখনও বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে তৃণমূল। কখনও বা নির্বাচন শেষ হতেই 'খেলা হবে'-র অসভ্য উল্লাসে নির্বিচারে চলেছে হত্যা-ধর্ষণ-লুঠতরাজ। উন্নয়ন? হয়েছে। নকুলদানার উন্নয়ন। কাটমানির উন্নয়ন। সময় এসেছে এবার বেছে বেছে হিসাব নেওয়ার। সময় এসেছে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তৃণমূলের ছেলেখেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের।

বাংলার রাজনীতি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। সাধারণ মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—রাজনীতি কি সত্যিই উন্নয়নের জন্য, নাকি শুধুই ভোটব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ? বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শাসন নিয়ে এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

গত এক দশকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার হয়েছে, কিন্তু মাটির মানুষ কতটা উপকৃত হয়েছেন—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক অসঙ্গতি সামনে আসে। 'দিদিকে বলো'—এই উদ্যোগকে একসময় জনসংযোগের নতুন দিশা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল শুধুমাত্র একটি "ইমেজ ম্যানেজমেন্ট টুল", যেখানে সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং অভিযোগ জমা নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বলা ভালো এটা একটা আবেগের প্যাকেজিং মাত্র।

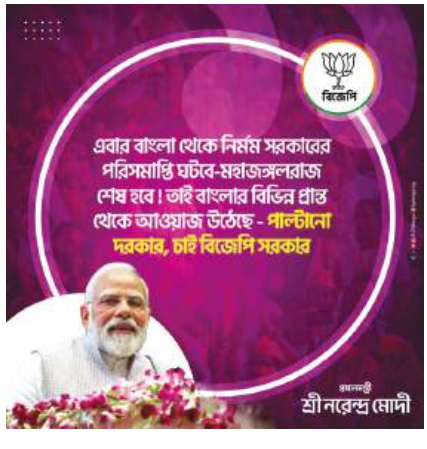

উন্নয়ন কোথায়?

রাজ্যের শিল্পায়ন প্রায় থমকে গেছে—এটা এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। বড় বড় বিনিয়োগকারীরা বাংলায় আসতে অনিচ্ছুক। কর্মসংস্থানের অভাব এতটাই প্রকট যে, হাজার হাজার যুবক-যুবতী রাজ্যের বাইরে কাজ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি, বিশেষ করে SSC কেলেঙ্কারি, সাধারণ মানুষের আস্থা ভেঙে দিয়েছে। চাকরি প্রার্থীরা আজ রাস্তায়, আর তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

নারী সুরক্ষা—এক বড় প্রশ্ন

নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। একজন মা, একজন বোন, একজন মেয়ে—তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কি সরকারের প্রথম দায়িত্ব নয়?

ধর্মীয় বিভাজন—রাজনীতির অস্ত্র?

সমালোচকদের অভিযোগ, রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একদিকে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ক্ষোভ যে, ভেকধারী মুসলিম তোষণ শুধুই ভোট ব্যাঙ্কের আছিলায় | আজ তাঁরা রন্ধে রন্ধে টের পাচ্ছেন।

রাজনীতি যদি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাহলে তা সমাজের জন্য কতটা ক্ষতিকর—এই প্রশ্ন আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। যেটা তৃণমূল তাদের পনেরো বছরের মসনদে চালু করেছে!

পরিবর্তনের প্রয়োজন কেন?

এই পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের "পরিবর্তনের শক্তি" হিসেবে তুলে ধরছে। তাদের বক্তব্য—বাংলায় উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলতে হবে।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি

কর্মসংস্থান: স্থানীয় শিল্প গড়ে তুলে যুবকদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি।

স্বচ্ছ প্রশাসন: দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স।

নারী সুরক্ষা: কঠোর আইন প্রয়োগ ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা।

গরিবমুখী উন্নয়ন: কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ন।

বিশেষ করে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য উন্নয়নকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ বাস্তব উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের সবচেয়ে নিচের স্তরের মানুষ উপকৃত হন।

"সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"!

বাংলার ভবিষ্যৎ—জনতার হাতে

আজ বাংলার মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তারা কি একই পথে চলতে চান, নাকি নতুন এক দিশার সন্ধান করবেন? ভোট শুধু একটি অধিকার নয়, এটি ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তি।

রাজনীতি যদি শুধুই ধর্ম, বিভাজন এবং প্রতিশ্রুতির খেলায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে উন্নয়ন কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা মানুষের প্রকৃত সমস্যাকে গুরুত্ব দেবে— চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা।

বাংলা আজ পরিবর্তনের অপেক্ষায়। প্রশ্ন শুধু একটাই—এই পরিবর্তন কি শুধুই কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বাস্তবে রূপ নেবে? সময় এসেছে আবেগ নয়, বাস্তবতা দিয়ে বিচার করার। কারণ শেষ পর্যন্ত, রাজনীতি নয়—মানুষের জীবনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ছাব্বিশের নির্বাচন বাংলার অর্থনীতির এক নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণ

হয় পুনর্জাগরণ না হলে ধ্বংসাবশেষ

সোমনাথ গোস্বামী

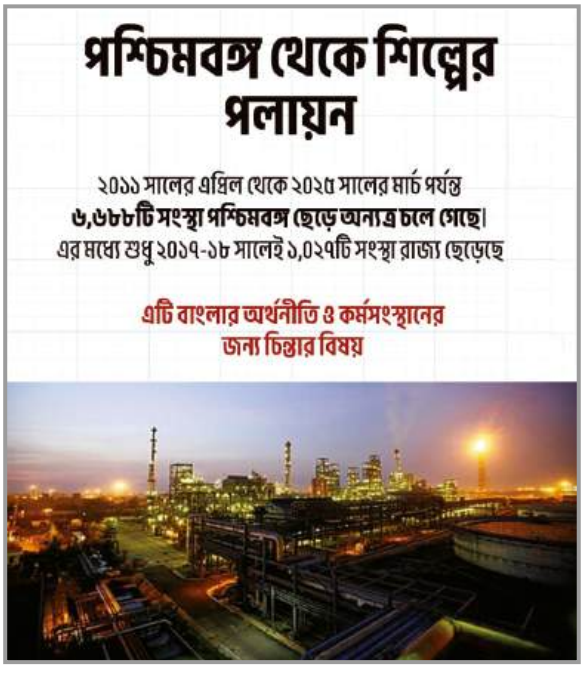

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বদলে শুরু হয় অনুদান, মেলা, খেলা ও ভর্তুকির রাজনীতি। এবারের নির্বাচনে বাংলার মানুষ যদি আবার শিল্পমুখী বিনিয়োগ, বৃহৎ পুঁজির আমন্ত্রণ এবং স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ বেছে নিতে না পারে, তবে ইতিহাসের পাতায় একদা-সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি কেবল একটি 'ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার' জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবেই ধুলো মাখবে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল এক অবিসংবাদিত শিল্প-অধীশ্বর এবং এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক হাব। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০—এই প্রথম এক দশক ছিল বাংলার অর্থনীতির প্রকৃত 'স্বর্ণযুগ', যা আজও আধুনিক প্রজন্মের কাছে এক অবিশ্বাস্য রূপকথা। সেই সময়ে ভারতের মোট শিল্প বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি এবং কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সিংহভাগ আসত শুধু এই প্রান্ত থেকে।

তৎকালীন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ছিল জাতীয় গড় আয়ের প্রায় ১০৫ শতাংশের বেশি। ভারী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পীঠস্থান হিসেবে জেসপ (Jessop), বার্ন স্ট্যান্ডার্ড (Burn Standard) বা ব্রেইথওয়েটের (Braithwaite) মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলি তখন বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করত।

রাসায়নিক শিল্প, পাট এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে বাংলা তখন কেবল ভারতের নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবিসংবাদিত অধিনায়ক। শিল্পোন্নত আধুনিকতার সেই দাপট এমনই ছিল যে, তৎকালীন বোম্বে বা মাদ্রাজও বাংলার অর্থনৈতিক গতির কাছে ম্লান হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মোট শিল্প কর্মসংস্থানের প্রায় ৩৩ শতাংশই ছিল এই রাজ্যে, যার ফলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা ওড়িশা থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জীবিকার সন্ধানে বাংলায় ভিড় জমাতো।

উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব, মাথাপিছু আয়ের উচ্চহার এবং একটি উদ্বৃত্ত রাজস্বের রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ তখন ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হতো। কলকাতা বন্দর তখন প্রাচ্যের অন্যতম ব্যস্ততম প্রবেশদ্বার, যেখান দিয়ে দেশের প্রায় ৪২ শতাংশ রফতানি বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এই সুবর্ণ সময়ে বাংলার জিএসডিপি বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচুতে ছিল এবং রাজ্যটির রাজস্ব ঘাটতি ছিল সম্পূর্ণ শূন্য।

কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রগতির চাকায় প্রথম এবং সবথেকে বড় মরণকামড় বসাল তৎকালীন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তিত 'মালমাশুল সমীকরণ নীতি' বা Freight Equalization Policy (FEP)। ১৯৫২ সালে গৃহীত এই বৈষম্যমূলক নীতির ফলে বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কয়লা এবং আকরিক লোহা—সারা দেশে একই দামে পাওয়া যেতে শুরু করল। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব রাতারাতি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। গাণিতিক ভাষায় এর অর্থ দাঁড়াল, আসানসোল বা দুর্গাপুরের কারখানায় যে দামে কয়লা পৌঁছত,

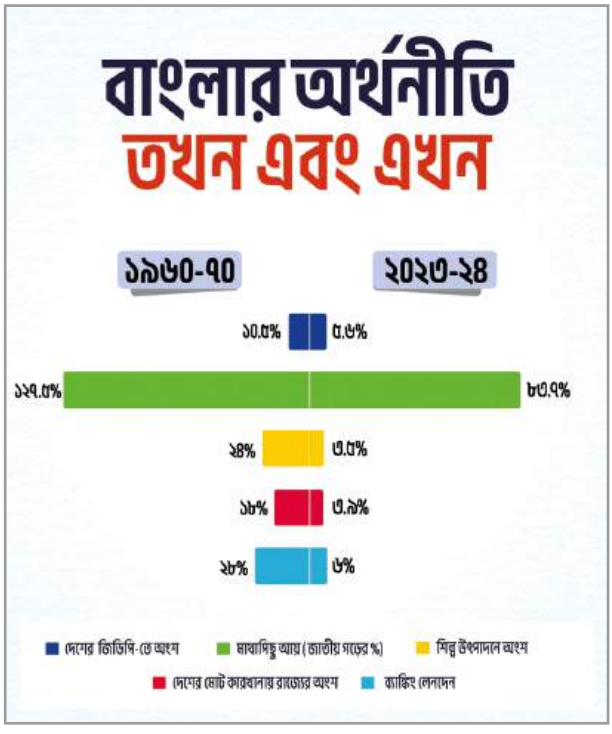

কেন্দ্রীয় ভর্তুকির জাদুবলে সেই একই দামে কয়লা পৌঁছাতে শুরু করল আহমেদাবাদ, চেন্নাই বা পুনের কলকারখানায়। ট্র্যাজেডি হলো এই যে, নীতিটি ছিল সম্পূর্ণ একপাক্ষিক ও পক্ষপাতদুষ্ট; যদি খনিজের মতো পশ্চিম ভারতের তুলা, তৈলবীজ বা দক্ষিণ ভারতের রাবার ও নারকেলজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও একই 'সমীকরণ নীতি' গ্রহণ করা হতো, তবে আজ পশ্চিমবঙ্গ কেবল ভারতের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত।

এই অশুভ নীতি বাংলার শিল্প-কফিনে প্রথম পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিল। পুঁজিপতিরা তখন কাঁচামালের উৎসের বদলে বাজারের নৈকট্য ও সস্তা মাশুলের সুবিধা দেখে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দিকে তাঁদের বিনিয়োগ সরিয়ে নিতে শুরু করেন। এর প্রভাবে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রবৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের নিচে নামতে শুরু করে এবং বিনিয়োগের অভিমুখ চিরতরে বাংলার মানচিত্র থেকে মুছে যেতে থাকে। কংগ্রেসের এই বঞ্চনা বাংলার কয়েক প্রজন্মের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে দিল্লির দরবারে বন্ধক রেখে দিয়েছিল।

ষাটের দশকের শেষভাগে এই শিল্প-অসন্তোষ এবং কংগ্রেসের নীতিগত বঞ্চনাকে রাজনৈতিক মূলধন করেই বাংলায় বামপন্থীদের উত্থান ঘটে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতার মসনদে বসার পর তারা উন্নয়নের বদলে উগ্র 'শ্রেণিসংগ্রামের' ধুয়ো তুলে ঘেরাও, লাগাতার ধর্মঘট এবং বিধ্বংসী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কৃতির মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিবেশকে পুরোপুরি বিষিয়ে তোলে। শিল্পের 'ঘেরাও' নীতি আদতে পুঁজিপতিদের পলায়নের জন্য এক মসৃণ রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিল।

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্প ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি। এই দীর্ঘ স্থবিরতার ফলে ১৯৮০-৮১ সালে প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের নিচে নেমে আসে—যাকে অর্থনীতিবিদরা 'ডেথ ক্রস' (Death Cross) বলে অভিহিত করেন।

যদিও অনেক পরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'তথৈবচ' মানসিকতা ছেড়ে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেনেসাঁ' বা শিল্পায়নের চাকা ঘোরানোর এক মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দলেরই এক বিশাল অংশের ক্যাডার ও নেতৃত্বের রক্ষণশীল এবং 'লেনিনবাদী' গোঁড়ামি সেই স্বপ্নকে সফল হতে দেয়নি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের জমানায় তাঁর নিজস্ব দল এবং ক্যাডার বাহিনীর এক বড় অংশই তাঁর 'ভিশন'-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে কৃষি আর শিল্পের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। ফলাফলস্বরূপ, টাটারা বাংলার মাটি ছাড়তে বাধ্য হয় এবং বাংলার আধুনিক শিল্পায়নের শেষ আশাটুকুও রাজনৈতিক ক্যাডারদের পেশিশক্তির দাপটে নির্বাপিত হয়।

দশক	শিল্প উৎপাদনে স্থান	মাথাপিছু আয়ে স্থান	ঋণ-জিএসডিপি অনুপাত
১৯৫১–১৯৬০	১ম	৩য়	১% এর নিচে
১৯৭১–১৯৮০	৪র্থ	৮ম	২০.৫%
১৯৮১–১৯৯০	১০ম	১২তম	২৫.২%
১৯৯১–২০০০	১৫তম	১৬তম	৩১.৮%
২০১১–২০২১	২০তম	২১তম	৩৭.৫%

বামপন্থীদের পতনের পর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও বাংলার অর্থনীতির চরিত্রে কোনো সদর্থক বা বৈপ্লবিক বদল আসেনি। বরং বামপন্থীদের একনিষ্ঠ ভোটব্যাঙ্ককে নিজের দিকে স্থায়ীভাবে টানতে তিনি নিজেকে 'আসল বামপন্থীদের চেয়েও বেশি চরমপন্থী' হিসেবে জাহির করার প্রতিযোগিতায় নামেন। ফলস্বরূপ, বৃহৎ পরিকাঠামো বা ভারী শিল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে তিনি শুরু করেন এক সর্বনাশা ও পরনির্ভরশীল 'ডোল পলিটিক্স' বা দাক্ষিণ্যের রাজনীতি। জনমোহিনী প্রকল্পের আড়ালে রাজ্যের সীমিত ও ঋণগ্রস্ত কোষাগারকে এমনভাবে ব্যবহার করা শুরু হলো, যা সুস্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টির বদলে কেবল সরকারের ওপর নির্ভরশীলতার এক বিকলাঙ্গ সংস্কৃতি তৈরি করল। পরিসংখ্যান বলছে, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট ব্যয়ের একটি সিংহভাগ কেবল অনুদান, মেলা, খেলা ও ভর্তুকিতেই নিঃশেষিত হয়েছে। যেখানে উন্নত রাজ্যগুলি তাদের বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ 'ক্যাপিটাল আউটলে' বা সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যয় করে, বাংলা সেখানে ২ শতাংশের গণ্ডিও পেরোতে হিমশিম খাচ্ছে। রাজ্যের এমএসএমই খাতের সংখ্যা কাগজে-কলমে বাড়লেও বৃহৎ শিল্পের

অনুপস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকদের জন্য প্রকৃত উচ্চ-আয়ের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বা উন্নত 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' পরিবেশ তৈরির পরিবর্তে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা বিভিন্ন ক্লাবের নগদ বন্টনেই আটকে রইল রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা। এই মডেল দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বদলে কেবল ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক লাভ এবং একটি অনুগত ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করেছে, যার মূল্য দিচ্ছে বাংলার বেকার শিক্ষিত যুবসমাজ।

জ্যোতি বসুর আমল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার প্রতিটি শাসকই নিজেদের প্রশাসনিক ও নীতিগত ব্যর্থতা ঢাকতে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' বা Central Deprivation-এর ধুয়া তোলাকে এক শিল্পে পরিণত করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোজনা কমিশন অবলুপ্ত করে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে রাজ্যের প্রাপ্য করের অংশ ৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করার মাধ্যমে বাংলার হাতে বিপুল অর্থ তুলে দিয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ আজ অতীতের তুলনায় অনেক বেশি স্বয়ংক্রিয় এবং অ-বিবেচনামূলক (Non-discretionary) তহবিল পায়। তথ্য ও

পরিসংখ্যানের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, ইউপিএ আমলের (২০০৪-১৪) তুলনায় এনডিএ জমানায় (২০১৪-২৪) পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৮.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তান্তর হিসেবে পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় প্রায় ২৫০ শতাংশেরও বেশি। অথচ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সেই বিশাল অর্থ এবং পূর্ব ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (EDFC)-র মতো আধুনিক রেল পরিকাঠামোর সুযোগ কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প করিডোর গড়ার পরিবর্তে রাজ্য সরকার সেই অর্থ জনমোহিনী প্রকল্পের মোড়কে ব্যয় করে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে সেটিকে নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। ফলাফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ ঋণগ্রস্ত রাজ্য হিসেবে কলঙ্কিত, যার মোট ঋণের পরিমাণ আজ ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ওড়িশার মতো প্রতিবেশী রাজ্য যেখানে ঋণের বোঝা কমিয়ে আজ 'রেভিনিউ সারপ্লাস' রাজ্যে পরিণত হয়েছে, বাংলা সেখানে ঋণের সুদ মেটাতেই নতুন করে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় অর্থ হস্তান্তরের বিবরণ	ইউপিএ আমল (২০০৪–২০১৪)	এনডিএ আমল (২০১৪–২০২৪)	বৃদ্ধির হার
কেন্দ্রীয় করের ভাগ (Devolution)	১.৫৮ লক্ষ কোটি	৫.৯৮ লক্ষ কোটি	২৭৮%
কেন্দ্রীয় অনুদান (Grants)	০.৮২ লক্ষ কোটি	২.৪১ লক্ষ কোটি	১৯৪%
হস্তান্তরিত অর্থ মোট	২.৪০ লক্ষ কোটি	৮.৩৯ লক্ষ কোটি	২৫০%

আজ পশ্চিমবঙ্গ এক ঐতিহাসিক ও চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কেবল এক সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং এটি বাংলার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের শেষ ফয়সালাকারী মুহূর্ত। রাজ্যটি কি আবার তার হারানো 'প্রিমিয়াম লিগ' মর্যাদা ফিরে পাবে, নাকি ঋণের মরণফাঁদে আটকে চিরতরে এক মৃত অর্থনীতিতে (Failed Economy) পরিণত হবে—তার উত্তর লুকিয়ে আছে আগামী দিনের জনমতের ওপর। একদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক 'বিকাশ' মডেল, যা ইডিএফসি, নতুন বিমানবন্দর ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটির মাধ্যমে বাংলার হারানো শিল্প-গৌরব পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারে; অন্যদিকে রয়েছে বর্তমানের সেই পুরনো 'খয়রাতি' মডেল, যা রাজ্যকে ক্রমাগত দেউলিয়া হওয়ার দিকে এবং শিক্ষিত মেধার পলায়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলার মানুষ যদি আবার শিল্পমুখী বিনিয়োগ, বৃহৎ পুঁজির আমন্ত্রণ এবং স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ বেছে নিতে না পারে, তবে ইতিহাসের পাতায় একদা-সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি কেবল একটি 'ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার' জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবেই ধুলো মাখবে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, আর একটি ভুল আবেগের স্রোতে গা ভাসানো বাংলাকে হয়তো এমন এক অন্ধকার গহ্বরে পাঠাবে যেখান থেকে ফেরার আর কোনো রাস্তা হয়তো পরবর্তী এক শতাব্দীতেও তৈরি হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান

বেকারত্ব

৬৬৮৮ টি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে

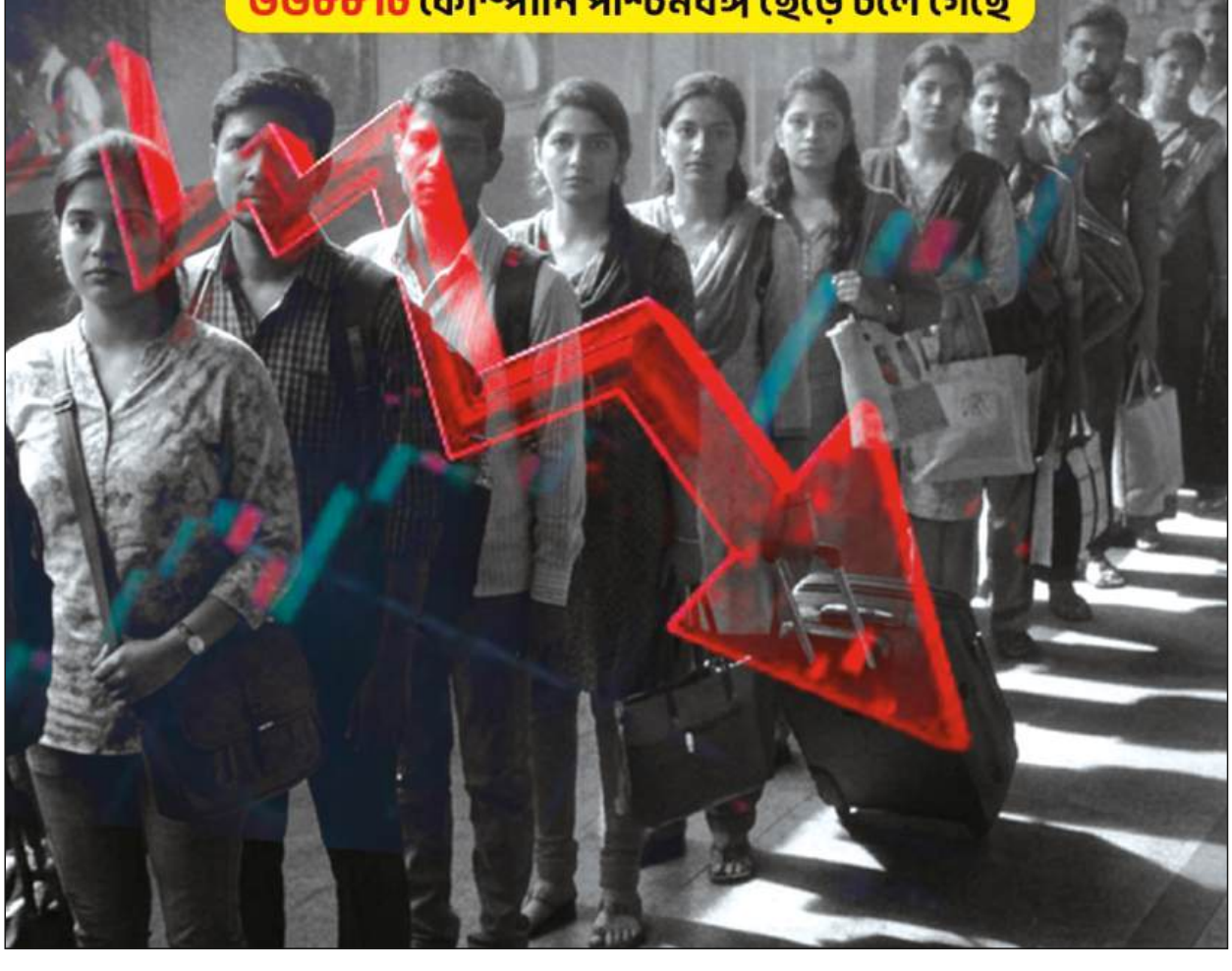

দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
সুকুমার রায়	কোচবিহার উত্তর
সাবিত্রী বর্মণ	শীতলকুচি
অজয় রায়	দিনহাটা
মালতি রাভা রায়	তুফানগঞ্জ
মনোজকুমার ওঁরাও	কুমারগ্রাম
বিশাল লামা	কালচিনি
পরিতোষ দাস	আলিপুরদুয়ার
দীপক বর্মণ	ফালাকাটা
শিখা চট্টোপাধ্যায়	ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি
পুনা ভেংরা	নাগরাকাটা
আনন্দময় বর্মণ	মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি
শঙ্কর ঘোষ	শিলিগুড়ি
দুর্গা মুর্মু	ফাঁসিদেওয়া
স্মরজিৎ বিশ্বাস	গোয়ালপোখর
মনোজ জৈন	চাকুলিয়া
বিরাজ বিশ্বাস	করণদিঘি
উৎপল মহারাজ	কালিয়াগঞ্জ
কৌশিক চৌধুরী	রায়গঞ্জ
তাপসচন্দ্র রায়	কুশমণ্ডি
শুভেন্দু সরকার	কুমারগঞ্জ
বিদ্যুৎ রায়	বালুরঘাট
বুধরাই টুডু	তপন
সত্যেন্দ্রনাথ রায়	গঙ্গারামপুর
দেবব্রত মজুমদার	হরিরামপুর
জুয়েল মুর্মু	হবিবপুর
চিন্ময় দেব বর্মণ	গাজোল
রতন দাস	চাঁচোল
আশিস দাস	মালতিপুর
অভিষেক সিঙ্ঘানিয়া	রতুয়া
গৌরচন্দ্র মণ্ডল	মানিকচক

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
গোপালচন্দ্র সাহা	মালদহ
নিবারণ ঘোষ	মোথাবাড়ি
অভিরাজ চৌধুরী	সুজাপুর
মহাবীর ঘোষ	সুতি
সুরজিৎ পোদ্দার	রঘুনাথগঞ্জ
অমরকুমার দাস	লালগোলা
ভাস্কর সরকার	ভগবানগোলা
গৌরীশঙ্কর ঘোষ	মুর্শিদাবাদ
বাপন ঘোষ	রেজিনগর
ভরতকুমার ঝাওয়ার	বেলডাঙ্গা
সুব্রত মৈত্র	বহরমপুর
তন্ময় বিশ্বাস	হরিহরপাড়া
রানা মণ্ডল	নওদা
নন্দদুলাল পাল	ডোমকল
নবকুমার সরকার	জলঙ্গি
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	করিমপুর
অনিমা দত্ত	পলাশিপাড়া
বাপন ঘোষ	কালীগঞ্জ
পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়	রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম
অসীম বিশ্বাস	রানাঘাট উত্তর-পূর্ব
বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ	চাকদহ
অসীমকুমার সরকার	হরিণঘাটা
সুকৃতি সরকার	বাদুড়িয়া
অরিন্দম দে	আমডাঙ্গা
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নৈহাটি
পবনকুমার সিং	ভাটপাড়া
সজল ঘোষ	বরাহনগর
তরুণকান্তি ঘোষ	দেগঙ্গা
কৌশিক সিদ্ধার্থ	বসিরহাট উত্তর
বিকাশ সর্দার	বাসন্তী

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
মাধবী মহলদার	কুলতলি
অসিতকুমার হালদার	পাথরপ্রতিমা
দীপঙ্কর জানা	কাকদ্বীপ
পলাশ রাণা	রায়দিঘি
অসীম সাপুই	ক্যানিং পূর্ব
দীপককুমার হালদার	ডায়মন্ডহারবার
অভিজিৎ সর্দার	বিষ্ণুপুর (এসসি)
তরুণকুমার আদক	বজবজ
শুভেন্দু অধিকারী	ভবানীপুর
বীর বাহাদুর সিং	মেটিয়াবুরুজ
স্বপন দাশগুপ্ত	রাসবিহারী
উমেশ রায়	হাওড়া উত্তর
রুদ্রনীল ঘোষ	শিবপুর
স্বামী মঙ্গলানন্দ পুরী মহারাজ	উলুবেড়িয়া দক্ষিণ
অমিত সামন্ত	আমতা
শুভেন্দু অধিকারী	নন্দীগ্রাম
গোবিন্দ হাজরা	ডোমজুড়
স্বরাজ ঘোষ	সপ্তগ্রাম
সন্তু পান	তারকেশ্বর
বিমান ঘোষ	পুরশুড়া
হেমন্ত বাগ	আরামবাগ
প্রশান্ত দিঘর	গোঘাট
সুশান্ত ঘোষ	খানাকুল
সুব্রত মাইতি	পাঁশকুড়া পূর্ব
সিন্টু সেনাপতি	পাঁশকুড়া পশ্চিম
অশোক দিন্দা	ময়না
সুভাষ পাঁজা	মহিষাদল
প্রদীপকুমার বিজলি	হলদিয়া
তপন মাইতি	পটাশপুর
সুমিতা সিংহ	কাঁথি উত্তর

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
অরূপকুমার দাস	কাঁথি দক্ষিণ
চন্দ্রশেখর মণ্ডল	রামনগর
অজিতকুমার জানা	দাঁতন
অমিয় কিসকু	নয়াগ্রাম
রাজেশ মাহাতো	গোপীবল্লভপুর
লক্ষ্মীকান্ত সাহু	ঝাড়গ্রাম
ভদ্র হেমব্রম	কেশিয়াড়ি
দিলীপ ঘোষ	খড়্গপুর সদর
রামপ্রসাদ গিরি	নারায়ণগড়
অমল পান্ডা	সবং
তপন ভুঁঞা	খড়্গপুর গ্রামীণ
শুভাশিস ওম	ডেবরা
তপন দত্ত	দাসপুর
শীতল কপাট	ঘাটাল
সুকান্ত দোলুই	চন্দ্রকোনা
বিমান মাহাতো	শালবনি
শুভেন্দু সামন্ত	কেশপুর
প্রনৎ টুডু	বিনপুর
লবসেন বাসকে	বান্দোয়ান
জলধর মাহাতো	বলরামপুর
ময়না মুর্মু	মানবাজার
কমলকান্ত হাঁসদা	কাশীপুর
নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি	পারা
মামনি বাউড়ি	রঘুনাথপুর
চন্দনা বাউড়ি	শালতোড়া
সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	ছাতনা
ক্ষুদিরাম টুডু	রানিবাঁধ
ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা	রাইপুর
শৌভিক পাত্র	তালড্যাংরা
বিল্বেশ্বর সিং	বরজোড়া

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
অমরনাথ শাখা	ওন্দা
লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার	কোতুলপুর
নির্মলকুমার ধারা	ইন্দাস
দিবাকর ঘরামি	সোনামুখী
সুভাষ পাত্র	রায়না
অরুণ হালদার	জামালপুর
সৈকত পাঁজা	মন্তেশ্বর
সঞ্জয় দাস	বর্ধমান উত্তর
সৌমেন কার্ফা	ভাতার
অনাদি ঘোষ	কেতুগ্রাম
কলিতা মাঝি	আউশগ্রাম
জীতেন্দ্রকুমার তিওয়ারি	পাণ্ডবেশ্বর
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গাপুর পূর্ব
লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই	দুর্গাপুর পশ্চিম
বিজন মুখোপাধ্যায়	জামুড়িয়া
অগ্নিমিত্রা পাল	আসানসোল দক্ষিণ
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়	আসানসোল উত্তর
অজয়কুমার পোদ্দার	কুলটি
অনুপকুমার সাহা	দুবরাজপুর
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়	সিউড়ি
দিলীপকুমার ঘোষ	বোলপুর
খোকন দাস	নানুর
দুধকুমার মণ্ডল	ময়ূরেশ্বর
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়	হাসন
দধিরাম রায়	মেখলিগঞ্জ
নিশীথ প্রামাণিক	মাথাভাঙা
লক্ষ্মণ লিম্বু	মাদারিহাট
নরেশচন্দ্র রায়	ধূপগুড়ি
ডালিম রায়	ময়নাগুড়ি
অনন্তদেব অধিকারী	জলপাইগুড়ি

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
সুকরা মুণ্ডা	মাল
ভরত ছেত্রী	কালিম্পং
নোমন রায়	দার্জিলিং
সোনম লামা	কার্শিয়ং
শঙ্কর অধিকারী	চোপড়া
সবিতা বর্মণ	ইটাহার
রতন দাস	হরিশ্চন্দ্রপুর
রাজু কর্মকার	বৈষ্ণবনগর
সুনীল চৌধুরী	ফরাক্কা
ষষ্ঠীচরণ ঘোষ	সামশেরগঞ্জ
চিত্ত মুখোপাধ্যায়	জঙ্গিপুর
তাপস চক্রবর্তী	সাগরদিঘি
রানাপ্রতাপ সিংহরায়	রানিনগর
দিলীপ সাহা	নবগ্রাম
মিতালী মাল	খড়গ্রাম
সুখেনকুমার বাগদী	বড়ঞা
গার্গী দাসঘোষ	কান্দি
অনামিকা ঘোষ	ভরতপুর
সুব্রত কবিরাজ	তেহট্ট
শান্তনু দে	নাকাশিপাড়া
সৈকত সরকার	চাপড়া
শ্রুতিশেখর গোস্বামী	নবদ্বীপ
সাধন ঘোষ	কৃষ্ণনগর দক্ষিণ
সুকান্ত বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ
অসীমকুমার বিশ্বাস	রানাঘাট দক্ষিণ
অশোক কীর্তনিয়া	বনগাঁ উত্তর
স্বপন মজুমদার	বনগাঁ দক্ষিণ
সুব্রত ঠাকুর	গাইঘাটা
তারক সাহা	স্বরূপনগর
দেবদাস মণ্ডল	হাবড়া

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
সুময় হীরা	অশোকনগর
সুদীপ্ত দাস	বীজপুর
রাজেশ কুমার	জগদ্দল
অর্জুন সিং	নোয়াপাড়া
কৌস্তুভ বাগচী	ব্যারাকপুর
কল্যাণ চক্রবর্তী	খড়দহ
অরূপ চৌধুরী	কামারহাটি
অরিজিৎ বক্সী	দমদম
পীযুষ কনোরিয়া	রাজারহাট নিউটাউন
শারদ্বত মুখোপাধ্যায়	বিধাননগর
তরুণজ্যোতি তিওয়ারি	রাজারহাট গোপালপুর
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	বারাসত
ভাস্কর মণ্ডল	হাড়োয়া
রুদ্রেন্দ্র পাত্র	মিনাখাঁ
সনৎ সর্দার	সন্দেশখালি
সুরজ (শৌর্য) বন্দ্যোপাধ্যায়	বসিরহাট দক্ষিণ
রেখা পাত্র	হিঙ্গলগঞ্জ
বিকর্ণ নস্কর	গোসাবা
সুমন্ত মণ্ডল	সাগর
অবনী নস্কর	কুলপি
মল্লিকা পাইক	মন্দিরবাজার
অলোক হালদার	জয়নগর
টুম্পা সর্দার	বারুইপুর পূর্ব
প্রশান্ত বায়েন	ক্যানিং পশ্চিম
বিশ্বজিৎ পাল	বারুইপুর পশ্চিম
গৌরসুন্দর ঘোষ	মগরাহাট পশ্চিম
অগ্নিশ্বর নস্কর	সাতগাছিয়া
রূপা গঙ্গোপাধ্যায়	সোনারপুর দক্ষিণ

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
জয়ন্ত গায়েন	ভাঙড়
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	কসবা
শর্বরী মুখোপাধ্যায়	যাদবপুর
পাপিয়া দে অধিকারী	টালিগঞ্জ
শঙ্কর শিকদার	বেহালা পূর্ব
ইন্দ্রনীল খাঁ	বেহালা পশ্চিম
তমোনাথ ভৌমিক	মহেশতলা
শতরূপা	বালিগঞ্জ
প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল	এন্টালি
পার্থ চৌধুরী	বেলেঘাটা
বিজয় ওঝা	জোড়াসাঁকো
পূর্ণিমা চক্রবর্তী	শ্যামপুকুর
তাপস রায়	মানিকতলা
রীতেশ তিওয়ারি	কাশীপুর-বেলগাছিয়া
সঞ্জয় সিংহ	বালি
বর্ণালী ঢালী	সাঁকরাইল
চিরন বেরা	উলুবেড়িয়া উত্তর
হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়	শ্যামপুর
প্রেমাংশু রানা	বাগনান
প্রভাকর পণ্ডিত	উদয়নারায়ণপুর
অনুপম ঘোষ	জগতবল্লভপুর
ভাস্কর ভট্টাচার্য	শ্রীরামপুর
দিলীপ সিংহ	চাঁপদানি
সুমনা সরকার	বলাগড়
তুষারকুমার মজুমদার	পাণ্ডুয়া
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়	চণ্ডীতলা
প্রসেনজিৎ বাগ	জাঙ্গিপাড়া
বর্ণালী দাস	ধনেখালি

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

দিকে দিকে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
নির্মল খাঁড়া	নন্দকুমার
শান্তনু প্রামাণিক	ভগবানপুর
সুব্রত পাইক	খেজুরি
দিব্যেন্দু অধিকারী	এগরা
স্বাগতা মান্না	পিংলা
রহিদাস মাহাতো	বাঘমুন্ডি
বিশ্বজিৎ মাহাতো	জয়পুর
সুদীপকুমার মুখোপাধ্যায়	পুরুলিয়া
নীলাদ্রিশেখর দানা	বাঁকুড়া
শুক্লা চট্টোপাধ্যায়	বিষ্ণুপুর
গৌতম ধারা	খণ্ডঘোষ
মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র	বর্ধমান দক্ষিণ
সিদ্ধার্থ মজুমদার	কালনা
গোপাল চট্টোপাধ্যায়	পূর্বস্থলী উত্তর
শিশির ঘোষ	মঙ্গলকোট
রাজু পাত্র	গলসি
পার্থ ঘোষ	রানিগঞ্জ
দেবাশিস ওঝা	লাভপুর
ধ্রুব সাহা	রামপুরহাট
রিঙ্কি ঘোষ	মুরারই
রথীন্দ্রনাথ বোস	কোচবিহার দক্ষিণ
দীনেশ সরকার (হারাধন সরকার)	রায়গঞ্জ
চিত্রজিৎ রায়	ইসলামপুর
হরিপদ বর্মণ	হেমতাবাদ
অম্লান ভাদুড়ি	ইংলিশবাজার
স্বপন দাস	শান্তিপুর
বিপ্লব মণ্ডল	হাওড়া মধ্য
দীপাঞ্জন চক্রবর্তী	উত্তরপাড়া
ডঃ অরূপ কুমার দাস	সিঙ্গুর

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
দীপাঞ্জন কুমার গুহ	চন্দননগর
সুবীর নাগ	চুঁচুড়া
মধুমিতা ঘোষ	হরিপাল
হরেকৃষ্ণ বেরা	তমলুক
শঙ্কর গুছাইত	মেদিনীপুর
প্রাণকৃষ্ণ তপাদার	পূর্বস্থলী দক্ষিণ
কৃষ্ণ ঘোষ	কাটোয়া
কৃষ্ণকান্ত সাহা	সাঁইথিয়া
অনিল সিং	নলহাটি
রত্না দেবনাথ	পানিহাটি
সন্তোষ পাঠক	চৌরঙ্গী
সোমা ঠাকুর	বাগদা
আশুতোষ বর্মা	সিতাই
গিরিজাশঙ্কর রায়	নাটাবাড়ি
উত্তমকুমার বণিক	মগরাহাট পূর্ব
দেবাংশু পন্ডা	ফলতা
দেবাশিস ধর	সোনারপুর উত্তর
শ্যামল হাতি	হাওড়া দক্ষিণ
রঞ্জনকুমার পাল	পাঁচলা
পীযূষকান্তি দাস	চণ্ডীপুর
প্রদীপ লোধা	গড়বেতা
মানব গুহ	মেমারি
অরিজিৎ রায়	বারাবনি
তারকনাথ চ্যাটার্জি	কৃষ্ণনগর উত্তর
অনুপম বিশ্বাস	কল্যাণী (এসসি)
সৌরভ শিকদার	দমদম উত্তর
অনিন্দ্য রাজু ব্যানার্জি	মধ্যমগ্রাম
রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি	উলুবেড়িয়া পূর্ব

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে
বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

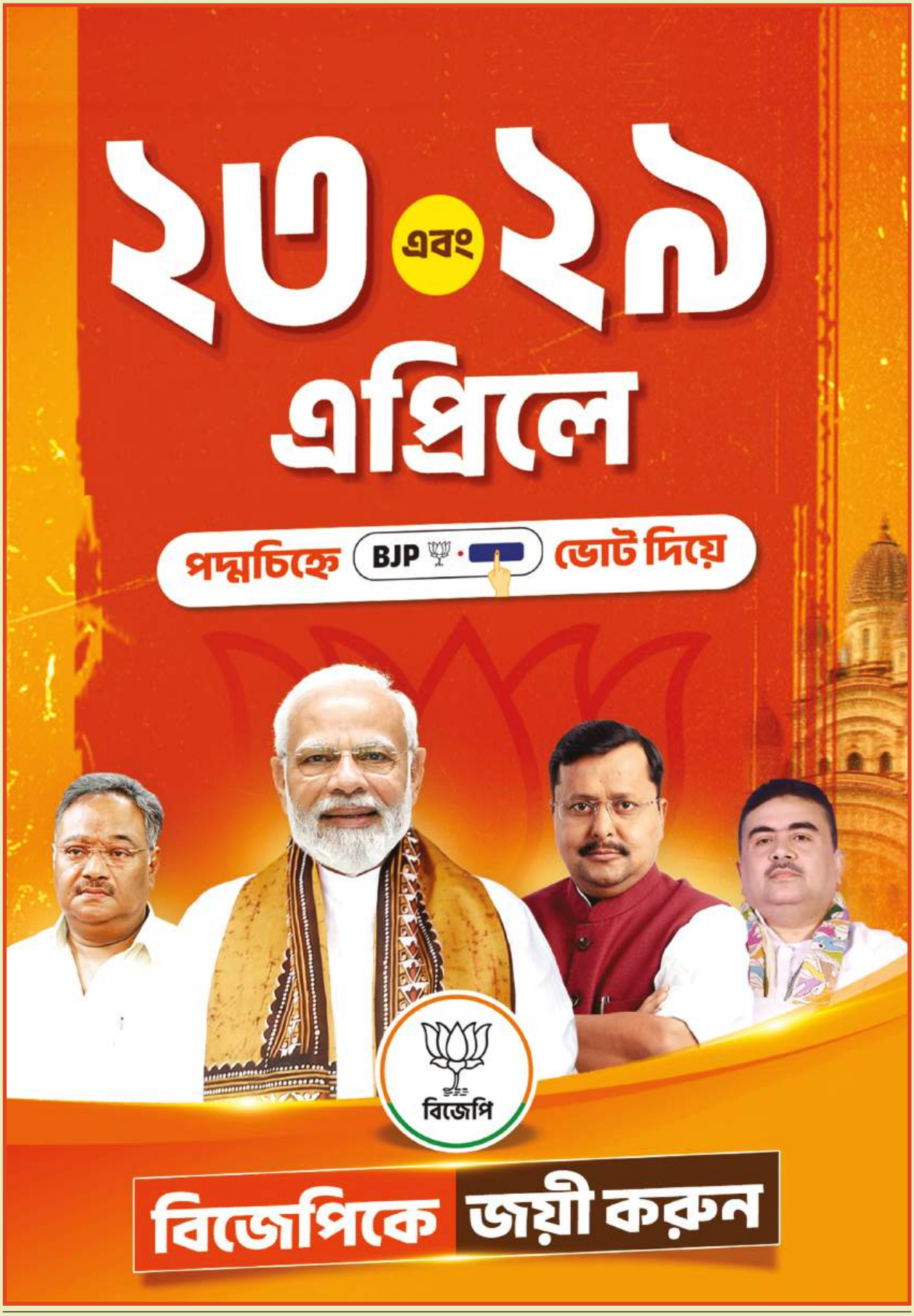

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।